সংবাদ

তারিখ ... 10 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৪ ...

পরিকল্পিতভাবে নৈরাজ্য সৃষ্টির অভিযোগ

মাউশির ১৭ কর্মকর্তা গোয়েন্দা নজরদারিতে

● মহাপরিচালকের জরুরি সভা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সরকারি চাকরি বিধি-১৯৭৯ লঙ্ঘন করে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা ভবনের সামনে নৈরাজ্য সৃষ্টির দায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) ১৭ কর্মকর্তাকে গোয়েন্দা নজরদারিতে রাখা হয়েছে। এসব কর্মকর্তার অতীত কার্যক্রম বা আমলনামা, ছাত্রজীবনে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার বিষয় খতিয়ে দেখছে গোয়েন্দারা। ঢাকার বাইরে থেকে এসে শিক্ষা ভবনে বিক্ষোভ করার দায়ে দু'জনকে শোকজ (কারণ দর্শানো) নোটিস দেয়া হচ্ছে। এ অবস্থায় শিক্ষা ভবনে সৃষ্টি হয়েছে চরম অস্থিরতা। তবে প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে মাউশির মহাপরিচালক গতকাল সব কর্মকর্তাকে নিয়ে জরুরি সভা করেছেন।

জানা যায়, কর্মকর্তা ড. রেহেনা খাতুনের একটি ভুয়া অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে মাউশির বিএনপি-জামায়াতপন্থি কয়েকজন কর্মকর্তা গত বৃহস্পতিবার শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ করে সংস্থার পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর আবুল কাসেম মিঞার বিচার দাবি

মাউশির : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৭

মাউশির : ১৭ কর্মকর্তা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেন। ঘটনা তদন্তের আগেই তাদের দাবির প্রতি সমর্থন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবুল কাসেমকে ওএসডি করে। এতে মাউশির অপেক্ষাকৃত সৎ ও প্রগতিশীল কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

গোয়েন্দা সূত্র জানায়, মূলত শিক্ষা ভবনে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি, শিক্ষা প্রশাসনের সুনামহানি, বিএনপি-জামায়াতপন্থি কর্মকর্তাদের অবস্থান জানান দেয়া এবং অপেক্ষাকৃত সৎ কর্মকর্তাদের তাড়িয়ে মাউশিকে পুরনো চেহারায় ফিরিয়ে নিতেই বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ ও গোলযোগ সৃষ্টির পায়তারা করা হয়। পরোক্ষভাবে এ নৈরাজ্যে ইন্ধন যোগায় শীর্ষস্থানীয় একটি শিক্ষক সংগঠনের কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা।

এক শীর্ষস্থানীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তা গতকাল সংবাদকে জানান, পরিকল্পিতভাবে নৈরাজ্য সৃষ্টি এবং এ কাজে মদদ দেয়ার অভিযোগে গোয়েন্দারা ইতোমধ্যে ১৭ জন কর্মকর্তাকে চিহ্নিত করেছে। তারা হলেন বিএনপি সমর্থক শিক্ষক নেত্রী ও টাঙ্গাইল করোটিয়া সরকারি সা'দত কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক নাসরিন বেগম, সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলনের এপিএস মোহেল (বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডিরত), মাউশির পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ড. সিরাজুল হক, উপ-পরিচালক ইকবাল হাসান, সহকারী পরিচালক মোসাব্বির হোসেন, এসিআর শাখার সায়মা আক্তার, গবেষণা কর্মকর্তা নিলা আফরোজ ও সাবিনা আক্তার, সরকারি কলেজ শাখার সহকারী পরিচালক আবুল বাশার, মাদ্রাসা শাখার সহকারী পরিচালক সিদ্দিকুর রহমান, উচ্চ মাধ্যমিক বৃত্তি প্রকল্পের কর্মকর্তা কামরুল ও শাহনাজ, টিকিউআই-সেপ প্রকল্পের মাকসুদা আক্তার, এসইএসটিপি প্রকল্পের শামছুন নাহার, মাউশিতে সংযুক্ত থাকা যশোর সরকারি সিটি কলেজের সহকারী শিক্ষক নাউদ হোসেন রাজা, এইচআরএমএ প্রকল্পের কর্মকর্তা ইউসুফ। এছাড়া তুচ্ছ ঘটনার মূল হোতা ড. রেহেনা খাতুনের অতীত কর্মকাণ্ড, পারিবারিক অবস্থান এবং বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সংবাদকে বলেছেন, যারা ঢাকার বাইরে থেকে এসে শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ করেছে তাদের কারণ দর্শানো নোটিস দেয়া হবে। এছাড়া তদন্তে নৈরাজ্য সৃষ্টির সঙ্গে যাদের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহাপরিচালকের সভা : চলমান পরিস্থিতিতে মাউশির কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ গতকাল সোমবার সকালে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে জরুরি সভা করেন। তিনি সব ধরনের তিক্ততা ভুলে গিয়ে সবাইকে শিক্ষক ও সরকারের স্বার্থে কাজ করার আহ্বান জানান।